# উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশী ভেড়ার প্রজনন

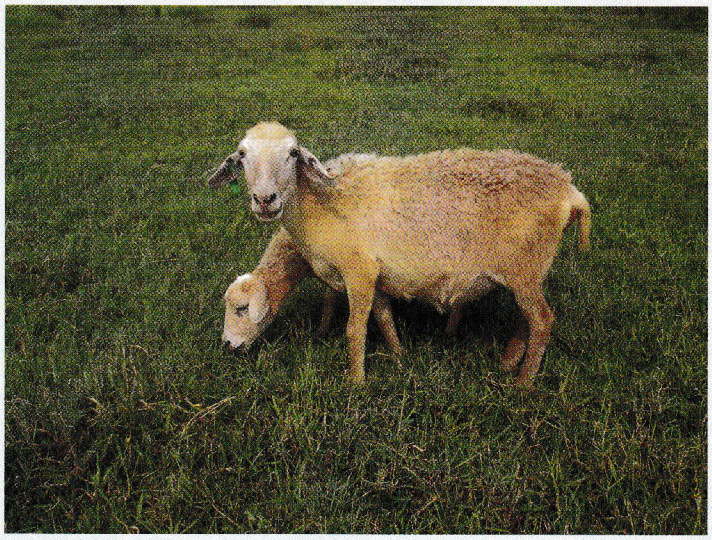

**সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প**
**(কম্পোনেন্ট এ, গবেষণা ২য় পর্যায়)**

**বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট**
**সাভার, ঢাকা-১৩৪১**

## ভূমিকা

দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য ও আমিষের যোগান চাহিদার তুলনায় অনেক কম। প্রাণিজ উৎস হতে উন্নতমানের আমিষ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে আমিষের মোট চাহিদা জনপ্রতি ১২০ গ্রাম প্রতিদিন। কিন্তু, সরবরাহ হচ্ছে দৈনিক জনপ্রতি ৩৭ গ্রাম মাত্র। এক্ষেত্রে মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে উন্নতমানের আমিষের ঘাটতি মেটাতে ভেড়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। ১৯৮০ সালের দিকে দেশে ভেড়ার সংখ্যা ছিল প্রায় ৬.৭০ লক্ষ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ মোতাবেক সারাদেশে ভেড়ার সংখ্যা ৩২ লক্ষ। বর্তমানে ভেড়ার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৫%। ভেড়া বছরে দুবার এবং প্রতিবার ২-৩টি বাচ্চা দেয়। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী এবং বাচ্চা মৃত্যুর হার কম। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া ১৮-২৫ কেজি ওজনের

হয়। উন্নতমানের ও অধিক উৎপাদনশীল বাচ্চা পেতে হলে ভেড়াকে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রজনন করাতে হবে। ক্রমাগত বাছাই পদ্ধতিতে দলের মধ্যে উন্নতমানের পাঁঠা এবং প্রজনন উপযোগী ভেড়ী নির্বাচন করে তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে ভেড়ার মান উন্নয়ন করা হয়। বাছাই এর সময় নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

## প্রজনন উপযোগী ভেড়ার বৈশিষ্ট্য

১। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

- গায়ের রং ঃ সাদা, খয়েরী বা এর মিশ্রণ
- শিং ঃ ভেড়া শিংযুক্ত, কিন্তু ভেড়ী শিংবিহীন
- শিংয়ের রং ঃ কালো
- উলমুক্ত অংশ ঃ মুখমন্ডল, পা (হাঁটুর নীচের অংশ) এবং পেট
- মুখমন্ডল ও পা এর রং ঃ কালচে খয়েরী থেকে সাদাটে বাদামী
- কান ঃ ছোট (৬-১০ সেঃ মিঃ) অথবা বড় (১০-১৩ সেঃ মিঃ)
- কাঁধ বরাবর উচ্চতাঃ ৫০-৬০ সেঃ মিঃ

২। উৎপাদন বৈশিষ্ট্য

- দৈহিক বৃদ্ধির হার ঃ ৫০-৬০ গ্রাম/দিন
- জন্মকালীন বাচ্চার ওজন ঃ ১-১.৫০ কেজি
- দুধ ছাড়ার বয়স ও ওজন ঃ ৩ মাস এবং ৭-৮ কেজি
- দুধ ছাড়ার পর দৈহিক বৃদ্ধির হারঃ ৩০-৫০ গ্রাম/দিন
- ড্রেসিং আউট পার্সেন্টেজ ঃ ৫০%
- দুধ উৎপাদন ঃ মা যে পরিমাণ দুধ উৎপাদন করে তা ২-৩টি বাচ্চার জন্য যথেষ্ট।
- উল উৎপাদন ঃ ৪০০-৮০০ গ্রাম/কাটিং

৩। পুনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্য

- যৌন পরিপক্কতায় আসার বয়স ও ওজন ঃ ৭-৮ মাস এবং ১২-১৪ কেজি
- প্রথম প্রসবে বয়স ও ওজন ঃ ১২-১৪ মাস এবং ১৬-১৮কেজি
- ল্যাম্বিং ইন্টারভ্যাল ঃ ৩০-৫০ দিন
- প্রতিবার গর্ভধারণের জন্য পাল দেওয়ার সংখ্যা ঃ ১-২ টি
- গর্ভকাল ঃ ১৪৮-১৫০ দিন

## প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচন

প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে

- পাঁঠার বয়স কমপক্ষে ১২ মাস বা তার বেশি হতে হবে।
- পাঁঠা শারীরিকভাবে সুস্থ হবে এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হবে।

- পাঁঠা রুক্ষ, আক্রমনাত্মক ও শৌর্য বীর্যের অধিকারী হবে।
- পাঁঠার পিতামাতার অধিক উৎপাদনের রেকর্ড থাকতে হবে।
- পাঁঠার অন্ডকোষ বড় ও সগুঠিত হবে। পেছনের পা মজবুত ও শক্তিশালী হবে।
- অবশ্যই সকল প্রকার যৌন রোগ হতে মুক্ত থাকবে।

## প্রজনন উপযোগী ভেড়ি নির্বাচন

প্রজনন উপযোগী ভেড়ি নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবেঃ

- ভেড়ির বয়স কমপক্ষে ৯ মাস হতে হবে। দৈহিক ওজন কমপক্ষে ১২ কেজি হতে হবে।
- মাংস উৎপাদনকারী জাতের হলে মাংসবহুল ভেড়ি নির্বাচন করতে হবে। দুধ উৎপাদনকারী জাতের হলে ওলান ও বাঁট বড় ও সুঠিত হবে।
- ভেড়ির পিতামাতার অধিক উৎপাদনের রেকর্ড থাকতে হবে।
- দৈহিক বৃদ্ধির হার বেশি এমন ভেড়ি নির্বাচন করতে হবে। ভেড়ি অবশ্যই শান্ত প্রকৃতির হবে।

## ভেড়ির ইস্ট্রাস বা গরম হওয়ার লক্ষণ

- ভেড়ির আচরণে অস্থিরতা দেখা যায়।
- খাওয়া দাওয়া কমে যায় বা ছেড়ে দেয়।
- মাঝে মাঝে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে।
- গরম হওয়া ভেড়ি ভেড়ার পাঠার গা ঘেষে অবস্থান করে।
- ঘন ঘন লেজ নাড়ে, যোনীদ্বার লাল হয় এবং ফুলে যায়।
- যোনীদ্বার দিয়ে জেলির মত মিউকাস জাতীয় তরল পদার্থ বের হয়।

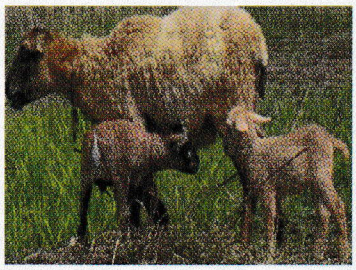

## ভেড়িকে পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ধারণ

- ভেড়ি গরম হওয়ার ১২ ঘন্টা পর এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে পাল দিতে হয়।
- প্রয়োজনে এ সময়ের মধ্যে দুইবার পাল দিয়ে গর্ভধারণ নিশ্চিত করা যায়। সকালে গরম হলে বিকালে এবং বিকালে গরম হলে পরের দিন সকালে পাল দেওয়া প্রয়োজন।
- সঠিক সময়ে পাল দেওয়া না হলে পরবর্তী ১৮ দিন হতে ২১ দিনের মধ্যে ভেড়ি পুনরায় গরম হবে বা হিটে আসবে।
- একবার বাচ্চা প্রসবের দেড় হতে দুই মাস পর ভেড়ি পুনরায় গরম হয়।
- ভেড়িকে ৩-৪ বার পাল দেওয়ার পরও গর্ভবতী না হলে অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

## ভেড়ির বার বার গরম হওয়ার কারণ

ভেড়ি নিম্নোক্ত কারণে বার বার গরম হতে পারে-

- ভেড়ির গরম থাকার সময় ২০-৩৬ ঘন্টা। উক্ত সময়ের মধ্যে ভেড়িকে পাল না দিলে ভেড়ি বার বার গরম হতে পারে।
- পাঁঠার ত্রুটিপূর্ণ শুক্রাণু ও ভেড়ির ত্রুটিপূর্ণ ডিম্বাণুর কারণে।
- প্রজনন ঘটিত রোগ যেমন- ব্রুসেলোসিস, ভিব্রিওসিস আক্রান্ত হওয়ার কারণে।
- হরমোনের অসামঞ্জস্যতার কারণে।
- ভেড়ি অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত হলে ডিম্বাণুর ডিম অনেক সময় নিষিক্ত হয় না অথবা নিষিক্ত হলেও তা ডিম্বনালীতে পড়ে না।
- অতিরিক্ত গরম বা অসহনীয় অবস্থার কারণে।
- অপুষ্টি জনিত কারণে- যেমন অপর্যাপ্ত আমিষ, শক্তি, ফসফরাস ও অন্যান্য খনিজ, ভিটামিন-এ, ই ইত্যাদি।
- প্রজনন অঙ্গের প্রদাহের কারণে।

## ভেড়ীর বার বার গরম হওয়ার প্রতিকার

- ভেড়িকে সময়মত পাল দিতে হবে এবং কোন প্রকার যৌন রোগ থাকলে তার চিকিৎসা করাতে হবে।
- ভেড়ি যাতে অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত না হতে পারে এবং সঠিক ও পর্যাপ্ত পুষ্টি পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- একই পাঁঠা দিয়ে বার বার পাল না দিয়ে পাঁঠা পরিবর্তন করতে হবে।
- ভেড়ির থাকার পরিবেশ আরামদায়ক এবং ঘরে সহনীয় তাপমাত্রা থাকতে হবে।

## প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভেড়ির যত্ন

উন্নতমানের ও অধিক উৎপাদনশীল বাচ্চা পেতে হলে ভেড়াকে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রজনন করাতে হবে। আর প্রজননের সুফল পেতে হলে প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভেড়ির বিশেষ যত্ন নিতে হবে। প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভেড়ির জীবনে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ লক্ষ্য করা যায়। ধাপগুলো হচ্ছে; ড্রাই পিরিয়ড, গর্ভকালীন সময়, প্রসবকালীন সময় এবং দুধ প্রদানকালীন সময়। উক্ত চারটি ধাপে ভিন্ন ভিন্নভাবে ভেড়ির যত্ন নিতে হবে। নিচে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হলো।

### ক. ড্রাই পিরিয়ড

বাচ্চা দুধ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার পর হতে পুনরায় প্রজনন করার পূর্ব পর্যন্ত (পরবর্তী গভর্ধারণকাল পর্যন্ত) সময়কে ভেড়ির ড্রাই পিরিয়ড বলে। এ সময়ে দেহ রক্ষা, পর্যাপ্ত হরমোন নিঃসরণ এবং দেহের ক্ষয় পূরণের নিমিত্ত ভেড়িকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিকর সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

### খ. গর্ভকালীন সময়

সুস্থ, সবল ও স্বাস্থ্যবান বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যে ভেড়িকে গর্ভকালীন সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ উন্নতমানের খাবার এবং উপযুক্ত যত্ন নেওয়া জরুরী। এ সময়ে ভেড়িকে স্বাভাবিক খাদ্যের পাশাপাশি ভিটামিন ও মিনারেল সরবরাহ করতে হবে। গর্ভস্থ ভ্রূণের দেহের দুই তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি ঘটে গভর্ধারণের শেষ সপ্তাহে। তাই এসময়ে আমিষের চাহিদা তিনগুণ হয়। এসময়ে ভ্রূণের বৃদ্ধি ও ভেড়ীর স্তনের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত মানের খাবার দিতে হবে। বাচ্চা প্রসবের দুই সপ্তাহ পূর্ব হতে ভেড়িকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সময় মাচার উপর বা উঁচু স্থানে ভেড়িকে উঠতে না দেওয়া ভাল। দিনে ঘর সংলগ্ন খোঁয়াড় অথবা উঠানে ছায়ার মধ্যে ভেড়িকে রাখতে হবে। গর্ভবতী ভেড়িকে শুকনা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে। রাতে মাটিতে শুকনো ও পরিস্কার খড় বা চট বিছিয়ে বিছানা তৈরী করে দিতে হবে।

### গ. প্রসবকালীন সময়

প্রসবের পূর্বে ভেড়ির ওলান এবং লেজের চারপাশের পশম পরিস্কার করতে হবে। এসময় দানাদার খাদ্য সরবরাহ কমিয়ে দিতে হবে বা বন্ধ করতে হবে। প্রসব ঘর অবশ্যই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, শুকনা এবং জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। প্রসূতি ভেড়ি ও সদ্যজাত বাচ্চার জন্য মেঝেতে বিছানা/বেডিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রসবের ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে। বেশি শীতের মধ্যে সদ্যজাত বাচ্চাকে যেন উষ্ণ রাখা যায় সে সুযোগ থাকতে হবে।

**ঘ. দুধ প্রদানকালীন সময়**

প্রসবের পর ভেড়ির প্রয়োজনের উপর লক্ষ্য রেখে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। গাভীর দুধের চেয়ে ভেড়ির দুধে প্রোটিন ও চর্বির শতকরা পরিমাণ বেশি থাকে বিধায় দুগ্ধবতী ভেড়িকে পর্যাপ্ত পরিমান প্রোটিন ও ফ্যাটসমৃদ্ধ খাবার প্রদান করতে হবে। দুগ্ধবতী ভেড়ির হাইপোক্যালসেমিয়া প্রতিরোধ করার জন্য খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করতে হবে।

পরিশেষে, দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য ঘাটতি পূরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণে ভেড়া পালন বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রামীণ পরিবেশে সমাজভিত্তিকভাবে ভেড়া পালন করে মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একমাত্র সহজলভ্য আয়ের উৎস হতে পারে। আর গ্রামীণ পরিবেশে সমাজভিত্তিকভাবে ভেড়া পালন ব্যবসাকে লাভজনক করতে হলে প্রজনন ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা সকলেরই প্রয়োজন।

রচনায় ঃ
ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক
মোঃ কামরুল হাসান মজুমদার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সম্পাদনা ও প্রচ্ছদ ঃ
আমিনুল ইসলাম

বি এল আর আই প্রকাশনা নং- ২৫৭
প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০১৪
প্রথম সংস্করণ ঃ ১০০০ (এক হাজার) কপি

প্রকাশনায় ঃ
প্রকল্প পরিচালক
সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
(কম্পোনেন্ট-এ, গবেষণা, ২য় পর্যায়) প্রকল্প
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১
ফোন ঃ ৭৭৯১৬৭০-২, ফ্যাক্স ঃ ৭৭৯১৬৭৫

বি এল আর আই কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত